গাংনীর ভাটপাড়ায় বিএনপি ও জামায়াত কর্মিদের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ৬

মেহেরপুরে গাংনীর ভাটপাড়া গ্রামে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে জামায়াত ও বিএনপির কর্মীদের মধ্যে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এঘটনায় বিএনপি সমর্থক জিয়ারুল চৌধুরী ও জামায়াতের ৪ কর্মি আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আহত জামায়াত কর্মীরা হলেন, সোহরাব হোসেন, তার ছেলে শিশির, রবিউল ইসলাম রুবেল, আলাউদ্দিন বাবলু। আহতদের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল রবিবার সকাল ৯ টার দিকে ভাটপাড়া বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনার প্রতিবাদে সাংবাদিক সম্মেলন করেছে গাংনী উপজেলা জামায়াত। গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলা জামায়াতের কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলন করেন তারা।

সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য রাখেন, উপজেলা জামায়াতের আমীর মো: রবিউল ইসলাম।

এসময় জামায়াত মনোনীত প্রার্থী নাজমুল হুদা, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারী মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, পৌর জামায়াতের আমীর আহসানুল হক, পৌর জামায়াতের রাজনৈতিক সেক্রেটারি জিল্লুর রহমান, গাংনী উপজেলা জামায়াতের জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সচিব শফিকুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা যুববিভাগের সভাপতি আবু সায়েম ও পৌর জামায়াতের আইন সম্পাদক আলমগীর হোসেন।

উল্লেখ্য, সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়, রবিবার সকালে বিএনপি কর্মী জামাল উদ্দিনের নেতৃত্বে হামলা চালায়। এতে জামায়াতের চার স্থানীয় কর্মী আহত হন। আহতরা হলেন, সোহরাব হোসেন, তার ছেলে শিশির, রবিউল ইসলাম রুবেল, আলাউদ্দিন বাবলু। আহতদের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

এ ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে তাদের বিচারের দাবী জানানো হয়েছে।

জানা গেছে, রবিবার সকাল ৯ টার দিকে জামায়াতের ইউনিট বায়তুল মাল

বিষয়ক সম্পাদক সোহরাব হোসেনের মুদি দোকানে কয়েকজন মহিলা জামায়াত কর্মী ইয়ানতের টাকা দেয়ার জন্য যায়। এসময় জান্নাত কেনা বেচা নিয়ে কথা হয়। পরে স্থানীয় বিএনপি কর্মি জামাল হোসেনের সাথে সোহরাব হোসেন ও শিশিরের কথা কাটাকাটি, ধাক্কাধাক্কি হলে স্থানীয়রা বিষয়টি মিমাংসা করে।

পরে বিষয়টি নিয়ে আবার ভাটপাড়া বাজারে রবিউল ইসলামের ওষুধের দোকানে বাকবিতণ্ডা শুরু হলে মারামারির ঘটনা ঘটে। এতে বিএনপি ও জামায়াতের বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী আহত হন।

গাংনীতে এনসিপি প্রার্থী অ্যাড. সাকিল আহমেদের পক্ষে মনোনয়নপত্র উত্তোলন

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) মনোনীত প্রার্থী হিসেবে এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট সাকিল আহমেদের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে।

শনিবার সকালে গাংনী ইউনিয়ন পরিষদে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেনের কাছ থেকে অ্যাডভোকেট সাকিল আহমেদের প্রতিনিধি দল এ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করে। এ সময় যুব শক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক মুজাহিদুল ইসলামসহ দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এনসিপি নেতারা জানান, মেহেরপুর-২ আসনে দলীয় কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে এবং সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জনে অ্যাডভোকেট সাকিল আহমেদকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। সামনে ব্যাপক জনসংযোগ ও প্রচারণা কার্যক্রম জোরদার করা হবে বলেও তারা জানান।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যায়। অনেক নেতা-কর্মী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট করেন। বিভিন্ন স্থানে মিষ্টি বিতরণের মধ্য দিয়ে মনোনয়নকে স্বাগত জানানো হয়।

মনোনয়নপত্র সংগ্রহের পর প্রতিক্রিয়ায় মোঃ আমজাদ হোসেন বলেন, দল আমার ওপর যে আস্থা ও বিশ্বাস রেখেছে, আমি তার যথাযথ মূল্যায়ন করতে চাই। গাংনীর সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, ন্যায্য অধিকার ও উন্নয়নের দাবিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে চাই।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান সময়ে দেশের মানুষ গণতন্ত্র, ভোটাধিকার ও ন্যায়বিচার ফিরে পেতে মুখিয়ে আছে। সেই লক্ষ্যেই বিএনপি কাজ করে যাচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি, গাংনীর জনগণ আমাদের এই আন্দোলন ও নির্বাচনী যাত্রায় সক্রিয়ভাবে পাশে থাকবে এবং ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করবে।

এদিকে স্থানীয় বিএনপি নেতারা জানান, চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণার মাধ্যমে গাংনী আসনে দলীয় কর্মকাণ্ড আরও গতিশীল হবে। তৃণমূল পর্যায়ে গণসংযোগ ও সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনটি রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি আসন হিসেবে পরিচিত। এ আসনে বিএনপির চূড়ান্ত মনোনয়ন ঘোষণাকে ঘিরে রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত শিশু তানহা আর নেই

মেহেরপুরের গাংনী-কুথিলী সড়কে ইট বহনকারী ট্রলির সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত তুহিন হোসেনের (৩২) পর এবার তার শিশু কন্যা তানহাও মারা গেছে।

নিহত তুহিন হোসেন গাংনী উপজেলার মাইলমারী ধলা গ্রামের জামাল

উদ্দিনের ছেলে এবং নিহত শিশু তানহার পিতা।
গতকাল মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটার দিকে গাংনী-কুথিলী সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, তুহিন হোসেন তার স্ত্রী তমা খাতুন ও শিশু কন্যা তানহাকে নিয়ে মোটরসাইকেলযোগে গাংনী শহরের দিকে যাচ্ছিলেন। ভাটপাড়া বাঙ্গালপাড়া এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা বেপরোয়া গতির স্যালোইঞ্জিনচালিত একটি ইটবোঝাই ট্রলি মোটরসাইকেলটির সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা দেয়। এতে তুহিন হোসেন ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

এ ঘটনায় আহত তমা খাতুন ও শিশু তানহাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাদের মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিশু তানহার মৃত্যু হয়।

তিন যুবকের জনসম্মুখে বিচার করলেন মাতবররা!

দোকানে চুরির অপরাধে সন্দেহ ভাজন তিন যুবককে পুলিশে না দিয়ে জনসম্মুখে বিচার করলেন গ্রাম্য মাতব্বররা। শালিসি সিদ্ধান্তে প্রায় ঘন্টাব্যাপী কয়েকশো মানুষের মাঝখানে বসিয়ে রেখে শাস্তি দেয়া হয় তাদের, করা হয় মারধর।

ঘটনাটি ঘটেছে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া গ্রামের। সন্দেহ ভাজন যুবকরা হলেন, হিজলবাড়িয়া গ্রামের জাব্বার আলীর ছেলে সোহেল (২৫), ফজলুর রহমানের ছেলে জমজম (২০) এবং আমিরুল ইসলামের ছেলে সোহাগ বাদশা।

জানা গেছে, হিজলবাড়িয়া বাজারের ইকরামুল হকের মুদি ও সারের দোকান ভেঙ্গে মালামাল চুরি হয় গত রবিবার রাতে। চুরির বিষয়টি সিসি টিভি ফুটেজ দেখে ওই গ্রামের সোহেল কে সনাক্ত করা হয়। পরে সোহেলকে ধরে এনে একটি দোকানে আটকিয়ে মারধর করেন দোকান মালিক একরামুলের

মেহেরপুরে কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে সড়কে প্রাণ গেলো আরও একজনের, স্ত্রী ও শিশু সন্তান আহত

মেহেরপুরে কয়েকঘন্টার ব্যবধানে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল আরও একজনের। আজ মঙ্গলবার বিকাল ৫টার দিকে গাংনী-কুথিলী সড়কে ইটবোঝাই ট্রলির সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে তুহিন হোসেন (৩০) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তার স্ত্রী তমা খাতুন ও শিশু কন্যা তানহা গুরুতর আহত হয়েছেন।

নিহত তুহিন হোসেন গাংনী উপজেলার করমদী গ্রামের জামাল উদ্দিনের ছেলে। তিনি পেশায় একজন ইলেকট্রনিক মিস্ত্রি ছিলেন।
স্থানীয়রা জানান, তুহিন হোসেন তার স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে মোটরসাইকেলযোগে গাংনী শহরের দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে ভাটপাড়া বাঙ্গালপাড়া এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বেপরোয়া গতির স্যালোইঞ্জিনচালিত ইটবোঝাই ট্রলি তাদের মোটরসাইকেলটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তুহিন হোসেন মারা যান।

আহত তমা খাতুন ও শিশু তানহাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. ফারুক হোসেন জানান, আহত মা ও শিশুর শারীরিক অবস্থা গুরুতর হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য রেফার্ড করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস জানান, নিহতের মরদেহ উদ্ধারের প্রক্রিয়া চলছে এবং এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এর আগে, সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় এক যুবকের মারা গেছেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

গাংনীতে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে বাবার জানাজায় অংশ নিলেন ছেলে

মাত্র তিন ঘণ্টার প্যারোলে মুক্তি পেয়ে বাবার জানাজায় অংশ নিয়েছেন আপন চাচাকে হত্যার দায়ে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি মশিউর রহমান ওরফে মশা।

গতকাল শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে পুলিশের কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে তাকে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জুগিন্দা গ্রামে নিয়ে আসা হয়। এ সময় গ্রামবাসীর কৌতূহল ও উত্তেজনা ছিল চোখে পড়ার মতো। শত-শত নারী-পুরুষ রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে এই সাজাপ্রাপ্ত আসামিকে এক নজর দেখার চেষ্টা করেন।

জানাজা ও দাফন কার্যক্রম শেষে বিকাল ৫টার দিকে আবারও তাকে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে মেহেরপুর জেলা কারাগারে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। পুরো কার্যক্রমে গাংনী থানার তদন্ত কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, বাড়ির চলাচলের পথ নিয়ে মাত্র দেড় ফুট জমির বিরোধের জেরে ২০০৩ সালে প্রকাশ্যে দিবালোকে নিজ চাচা আমিরুল ইসলামকে ধারালো হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেন মশিউর রহমান। এ ঘটনায় নিহতের ছেলে সামিকুল ইসলাম বাদী হয়ে গাংনী থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। ঘটনার পরপরই পুলিশ আসামিকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠায়।

মামলার রায়ে মেহেরপুর জজকোর্ট প্রথমে মশিউর রহমানকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। পরে আসামিপক্ষ হাইকোর্টে আপিল করলে মৃত্যুদণ্ড কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। গত ২২ বছর ধরে তিনি কারাবন্দি রয়েছেন—প্রথমে যশোর এবং বর্তমানে মেহেরপুর জেলা কারাগারে।

গতকাল শুক্রবার সকালে মশিউর রহমানের পিতা মনিরুল ইসলাম বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করলে পরিবারের পক্ষ থেকে তাকে প্যারোলে মুক্তির আবেদন জানানো হয়। আদালতের নির্দেশে বাবার জানাজায় অংশগ্রহণের জন্য তিন ঘণ্টার প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয় তাকে। এরপর পুলিশ পাহারায় আদালত থেকে নিজ গ্রাম জুগিন্দায় আনা হয়।

নিহত আমিরুল ইসলামের ছেলে সামিকুল ইসলাম জানান, “মাত্র দেড় ফুট জমির জন্য আমার বাবাকে প্রকাশ্যে ধারালো হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে আমার চাচাতো ভাই মশিউর রহমান। ঘটনার সময় বাবাকে বাঁচাতে অনেক চেষ্টা করা হলেও তিনি পুকুরে নেমে পড়ার পরও ঘাতক তাকে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করে। আদালতের রায়ে সে দীর্ঘদিন ধরে কারাগারে রয়েছে। আজ তার বাবার মৃত্যুতে আদালতের নির্দেশে তিন ঘণ্টার জন্য প্যারোলে মুক্তি পেয়েছে—এতে আমাদের পক্ষ থেকে কোনো আপত্তি জানানো হয়নি।”

স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, হত্যাকাণ্ডটি ছিল অত্যন্ত নৃশংস ও হৃদয়বিদারক। প্রকাশ্যে দিবালোকে বহু মানুষের সামনে সংঘটিত এ হত্যাকাণ্ড এখনো এলাকাবাসীর মনে আতঙ্ক হিসেবে রয়ে গেছে। বিকেলে পুলিশ পাহারায় আসামিকে গ্রামে আনা হলে সেই স্মৃতিই যেন আবার ফিরে আসে গ্রামবাসীর সামনে।